VARTA
Gender, Sexuality, Intimacy, Publishing

দীর্ঘ এবং সুখী ট্রান্স এবং কুইয়ার জীবনের জন্য বৈষম্য বিরোধী মন্ত্র (বিবাহ হোক বা না হোক)

নম্রতা

পরামর্শ – অধিকার ও আইন / বার্তানামা, নভেম্বর, ২০২৩

নম্রতা সুপ্রিম কোর্টের বিবাহের সমতার রায় পরীক্ষা করছেন এবং ললিত পান্ডা, সিনিয়র রেসিডেন্ট ফেলো (চরখা), বিধি সেন্টার ফর লিগ্যাল পলিসি, দিল্লির কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে কুইয়ার অ্যাক্টিভিস্ট এবং আইনজীবীদের জন্য ভবিষ্যৎ অ্যাডভোকেসি এবং কোর্ট কেস এর সম্ভাবনার পরামর্শ দিচ্ছেন

এই বছরের এপ্রিল মাসে, বিবাহের সমতার বিষয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এ ২০টি পিটিশনের একটি ব্যাচের শুনানি হয়েছিল। এই পিটিশনগুলিতে ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যক্তিগত বিবাহ আইনগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়, যে আইনগুলি ট্রান্স এবং কুইয়ার দম্পতিদের যৌথ মাতৃ-পিতৃত্বের অধিকার কে অস্বীকার করে, সঙ্গেই ধর্মনিরপেক্ষ দত্তক আইনকেও চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং বিবাহের বাইরেও ঘনিষ্ঠতার স্বীকৃতির দাবি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় কভার করা হয়।

আদালত শুধুমাত্র সেইসব পিটিশন কে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় যেগুলি ধর্মনিরপেক্ষ আইনকে চ্যালেঞ্জ করে যেমন স্পেশাল ম্যারেজ এক্ট (Special Marriage Act / SMA), ১৯৫৪, ফরেন ম্যারেজ অ্যাক্ট (Foreign Marriage Act / FMA), ১৯৬৯ এবং কিছু দত্তক বিধি [রেগুলেশন ৫(৩), অ্যাডপশন রেগুলেশন ২০২০, জুভেনাইল জাস্টিস (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৫], কিন্তু আদালত হিন্দু বিবাহ আইন (এইচএমএ), ১৯৫৫ এর মতো ব্যক্তিগত আইনগুলিকে বিষয়টির আওতার বাইরে রাখে।

শুনানির সময়, কেন্দ্রীয় সরকার ট্রান্স এবং কুইয়ার দম্পতিদের জন্য বাড়ানো যেতে পারে এমন এনটাইটেলমেন্টের সুযোগ সনাক্তকরণ এবং নির্ধারণের জন্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

রায়টি ৩:২ হয় যেখানে বিচারক রবীন্দ্র ভাট, হিমা কোহলি এবং পামিদিগন্তম শ্রী নরসিংহা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বিচারপতি ধনঞ্জয়া ওয়াই. চন্দ্রচূড় এবং সঞ্জয় কিষাণ কৌল সংখ্যালঘু। বিচারপতি ভাট নিজের এবং বিচারপতি কোহলির পক্ষ থেকে একক মতামত লিখেছেন। এই লেখাটি মামলার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে এবং ট্রান্স এবং কুইয়ার সম্প্রদায়ের মানুষদের নাগরিক ও রাজনৈতিক

অধিকার বাড়ানোর জন্য ভবিষ্যতে কি এডভোকেসি এবং মামলার সম্ভাবনা আছে তার রূপরেখা দেয়।

বিষয় ১: বিবাহ কি একটি মৌলিক অধিকার?

বিচারপতি চন্দ্রচূড় উল্লেখ করেছেন যে বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা রাজ্যের উৎপত্তির আগেই ছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি 'ব্যক্তিগত স্থানের' মধ্যে কাজ করে (এবং এর ফলে গোপনীয়তার অধিকারের মধ্যে পড়ে) এবং এইভাবে তারা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এর বাইরে। কিন্তু, রাষ্ট্রের একটি বৈধ অধিকার এবং আগ্রহ রয়েছে এই সম্পর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার – গণতন্ত্রীকরণের জন্য কোন এর মধ্যে যে দুটি ব্যক্তি জড়িত সেই সম্পর্ক অসম ও হতে পারে। রাষ্ট্রের এই ধরনের প্রবিধান বিবাহকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দিয়ে দেয় না। বিচারপতি ভাট বলেন যে বিবাহ একটি সামাজিক মিলন যা ঐতিহাসিকভাবে ধর্মীয় বা প্রথাগত প্রথা অনুসারে সংঘবদ্ধ করা হয়। বিবাহ সংক্রান্ত ব্যক্তিগত এবং ধর্মীয় আইনগুলি শুধুমাত্র এই ধরণের অনুশীলনগুলিকে সংহিতাবদ্ধ করেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্মতির বয়স এবং বিবাহবিচ্ছেদের ভিত্তি ইত্যাদি নির্দিষ্ট করার সংস্কারও যোগ করেছে। যেহেতু বিবাহের উৎস রাষ্ট্র নয়, তাই তাকে একটি মৌলিক অধিকার বলা যেতে পারে না। বিচারপতি নরসিমা এই মতামতের সাথে একমত হন এবং যোগ করেন যে বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা ধর্ম এবং রীতিনীতি দ্বারা অবহিত এবং যাকে সংস্কারের লক্ষ্যে রাজ্যের করা সংহিতা পদ্ধতিও পুরানো প্রথাগত এবং ধর্মীয় অনুশীলনের জন্য জায়গা ছেড়ে কাজ করে। যেহেতু বিবাহের প্রকৃতি এইরকম, তাই এর মধ্যে সম্মত দম্পতির স্বীকৃত অধিকার অনিবার্যভাবে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

ফলাফল: সর্বসম্মত রায় – সংবিধানের অধীনে বিবাহের কোনো মৌলিক অধিকার নেই।

বিষয় ২: স্পেশাল ম্যারেজ এক্ট (SMA) কি সমকামী / সমলিঙ্গ বিবাহের অনুমতি না দিয়ে ট্রান্স এবং কুইয়ার লোকেদের প্রতি বৈষম্য করে?

SMA ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য করে কিনা সে বিষয়ে বিচারপতি চন্দ্রচূড় সরাসরি কোনো আলোচনা করেননি। তিনি শুধু বলেছেন যে SMA এর সাংবিধানিকতা নির্ধারণের প্রচেষ্টা কোনও মানে হয়না কারণ আদালতের এ বিষিয়ে প্রতিকার দেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই, সেটি আইনসভার আওতা তে পড়ে।

বিচারপতি কৌল ঘোষণা করেছেন যে এসএমএ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ কে লঙ্ঘন করে কারণ এটি অ-বিষমকামী সম্পর্ককে তার আওতার থেকে বাইরে রাখে। তবে, তিনি একথাও করেছেন যে এই লঙ্ঘনের প্রতিকার দেওয়ার মতো প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা আদালতের নেই।

বিচারপতি ভাট (নিজের এবং বিচারপতি কোহলির পক্ষ থেকে) উল্লেখ করেন যে SMA ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য করে না। এই বিশ্বাসের কারণ হল যে SMA এর উদ্দেশ্য হল আন্তঃধর্মীয় বিষমকামী বিবাহকে সক্ষম করা অতএব ট্রান্স এবং কুয়ার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত না করার ক্ষেত্রে একে অসাংবিধানিক বলা যায় না। তিনি SMA এর লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাবে ব্যাখ্যা থেকে ভারতের পরিবারগুলির পিতৃতান্ত্রিক প্রকৃতির কারণে কি সমস্যা উঠে আসবে সেই বিষয়টিও তুলে ধরেন, যা মহিলাদেরকে দুর্বল করে তুলবে। এই জন্যেই রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ এবং গার্হস্থ্য সহিংসতা সম্পর্কিত লিঙ্গভিত্তিক আইনের প্রয়োজন হয়।

বিচারপতি নরসিংহ বিচারপতি ভাটের যুক্তির সাথে একমত।

ফলাফল: বিভক্ত রায় (৩:১:১) – SMA এবং FMA এর সাংবিধানিকতা বহাল থাকলো। ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিদ্যমান বিবাহ আইন সংশোধন করা বা এই বিষয়ে পৃথক আইন প্রণয়ন করা এখন আইনসভার উপর নির্ভর করে।

বিষয় ৩: ট্রান্স এবং ইন্টারসেক্স ব্যক্তি যারা বাইনারি লিঙ্গ পরিচিতি পুরুষ বা মহিলার মধ্যে নিজেদের চিহ্নিত করে তারা কি বিদ্যমান বিবাহ আইনের অধীনে বিয়ে করতে পারে?

ট্রান্স পার্সন এবং ইন্টারসেক্স ব্যক্তি যারা পুরুষ বা মহিলার বাইনারি লিঙ্গের মধ্যে নিজেদের সনাক্ত করে, তারা সমস্ত বিবাহ আইনের (ধর্মনিরপেক্ষ বা ব্যক্তিগত) অধীনে বিপরীত লিঙ্গের একজন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে পারে।

ফলাফল: হ্যাঁ – সর্বসম্মত রায়।

বিষয় ৪: ট্রান্স বা ইন্টারসেক্স ব্যক্তি যারা নন-বাইনারী, অর্থাৎ যারা পুরুষ বা মহিলার বাইনারির মধ্যে নিজেদের সনাক্ত করে না, তারা কি বিদ্যমান বিবাহ আইনের অধীনে বিয়ে করতে পারে?

শুধুমাত্র ট্রান্স পার্সন বা ইন্টারসেক্স ব্যক্তি যারা বিষমকামী সম্পর্কের মধ্যে আছেন, অর্থাৎ একজন ট্রান্স পুরুষ এবং একজন সিস্ মহিলা, বা একজন ট্রান্স মহিলা এবং একজন সিস্ পুরুষ, বা

একজন ট্রান্স পুরুষ এবং একজন ট্রান্স মহিলা, শুধু তারাই বিদ্যমান বিবাহ আইনের (ধর্মনিরপেক্ষ বা ব্যক্তিগত) অধীনে তাদের সঙ্গীকে বিয়ে করতে পারবেন।

ফলাফল: না – সর্বসম্মত রায়।

বিষয় ৫: সিভিল ইউনিয়ন গঠনের মৌলিক অধিকার আছে কি?

বিচারপতি ভাট, নরসিংহ এবং কোহলি যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা মনে করেন যে সিভিল ইউনিয়ন গঠনের কোনো মৌলিক অধিকার নেই। সংখ্যালঘু দলের বিচারপতি চন্দ্রচূড় এবং কৌল মনে করেন যে সিভিল ইউনিয়ন গঠনের অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকারটি সংবিধানের ১৯, ২১ এবং ২৫ অনুচ্ছেদ থেকে আসছে।

বিচারপতি চন্দ্রচূড় সিভিল ইউনিয়ন গঠনের অধিকারকে স্বাধীনতার অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিচারপতি ভাট, নরসিমা এবং কোহলি দ্বিমত পোষণ করেন।

ফলাফল: না – বিভক্ত রায় (৩:২) – সিভিল ইউনিয়ন গঠনের কোনো মৌলিক অধিকার নেই। কিন্তু, একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের নিজের জন্য সঙ্গী নির্বাচন করার, তাদের সাথে থাকার এবং তাদের সাথে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে প্রবেশ করার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার সুপ্রিম কোর্ট এর নভতেজ সিং জোহর এবং অন্যান্য বনাম ভারত গণরাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রনালয় এর রায় তে স্বীকৃত হয়েছে যা সমকামিতাকে অপরাধমুক্ত করেছে, এবং শক্তিবাহিনী বনাম ভারত গণরাজ্য এর মত অন্যান্য রায় তেও। ঘটনাক্রমে, আদালত বলেছে যে ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিরাও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি ইচ্ছামতন উদযাপন করতে পারে তাদের বেচে নেওয়া যে কোনও উপায়ে।

বিষয় ৬: দত্তক আইনের অধীনে সমস্ত ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিরা কি যৌথভাবে দত্তক নিতে পারে?

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগ চ্যালেঞ্জ করা দত্তক প্রবিধান কে প্রত্যাখ্যান বা খারিজ করতে রাজি হন নি। বিচারপতি ভাট উল্লেখ করেছেন যে রাষ্ট্রকে অবশ্যই শিশু নীতির কল্যাণকে কেন্দ্র করে অবিবাহিত দম্পতিদের জন্য যৌথ দত্তক নেওয়া সম্ভব কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। সংখ্যালঘু বিচারপতিরা মনে করেন যে দত্তক গ্রহণের এমন সব নিয়ম যা অবিবাহিত দম্পতিদের যৌথভাবে সন্তান গ্রহণে নিষেধ করে তারা সবই অসাংবিধানিক। বিচারপতি চন্দ্রচূড় উল্লেখ করেছেন যে এই ধরনের

প্রবিধানগুলি ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলে কারণ বেশিরভাগ ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিরা, বিষমকামী ব্যক্তিদের বিপরীতে, বিদ্যমান বিবাহ আইনের অধীনে বিয়ে করতে পারে না।

ফলাফল: না – বিভক্ত রায় (৩:২) – ধর্মনিরপেক্ষ দত্তক আইনের অধীনে সমস্ত ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিরা যৌথভাবে দত্তক নিতে পারে না। তবে, বৈধভাবে বিবাহিত ট্রান্স ব্যক্তিরা যৌথভাবে দত্তক নিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, দত্তক নেওয়া মানে ধর্মনিরপেক্ষ জুভেনাইল জাস্টিস (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৫ এর বিধানের অধীনে দত্তক নেওয়া।

বিষয় ৭: আদালত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিকে কী করতে বলেছেন?

যেমন পূর্বে উল্লিখিত, কেন্দ্রীয় সরকার এমন সব এনটাইটেলমেন্টের পরিধির সংজ্ঞা এবং রূপরেখা তৈরী করার জন্য একটি কমিটি গঠন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে যা ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের সম্পর্কগুলির মধ্যে বাড়ানো যেতে পারে।

বিচারপতি চন্দ্রচূড় নির্দেশ দিয়েছেন যে, কমিটিকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিবেচনা করতে হবে, যে কীভাবে রেশন কার্ড, যৌথ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং মৃত্যুর পরে তাদের সঙ্গীকে মনোনীত করার উদ্দেশ্যে একই পরিবারের অংশীদার হিসাবে এদের বিবেচিত করা যেতে পারে। এই কমিটিতে অবশ্যই বিভিন্ন প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে এবং ট্রান্স এবং কুইয়ার সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কমিটির রিপোর্ট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে প্রশাসনিক স্তরে কার্যকর করতে হবে।

বিচারপতি কৌল বলেন যে কমিটিকে অবশ্যই দেশের ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ সুবিধার সুযোগ নির্ধারণ করতে হবে।

বিচারপতি ভাট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কমিটিকে অবশ্যই তার মতামত এবং নির্দেশাবলীতে তিনি যে সমস্ত বিষয় তুলে ধরেছেন তার একটি বিস্তৃত পরীক্ষা করতে হবে। বিচারপতি নরসিংহের আলাদা কোনো বক্তব্য ছিল না, তবে এটা অনুমান করা যায় যে তিনি বিচারপতি ভাটের নির্দেশকে সমর্থন করেছিলেন।

এডভোকেসির জন্য এর মানে কি?

প্রথমত কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের দ্বারা জারি করা নির্দেশাবলী বাধ্যতামূলক। সুতরাং, কমিটিকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই নির্দেশাবলী এজেন্ডা তে প্রতিফলিত হয়। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছে যে কমিটিকে সম্পর্কে

থাকা ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের জন্য এনটাইটেলমেন্টগুলি সনাক্তকরণ এবং রূপরেখা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কমিটির এজেন্ডায় প্রতিফলিত হতে হবে।

এর সঙ্গে জড়িত চ্যালেঞ্জ কি?

কমিটির সদস্য কারা হবেন, কমিটির সময়সীমা এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো স্পষ্টতা নেই। নিশ্চিত করতে হবে যে কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের বহুত্ব থাকে (বিশেষ করে ট্রান্স এবং কুইয়ার সম্প্রদায়ের সদস্য), এবং কমিটির এজেন্ডা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি, আদালতের জারি করা নির্দেশাবলী কে প্রতিফলন করে এবং ট্রান্স এবং কুইয়ার সম্প্রদায়ের চাহিদা মাথায় রাখে।

বিষয় ৮: ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে কি রাজ্য আইনসভার হাতে পারিবারিক আইন (বিবাহ আইন সহ) প্রণয়ন বা সংশোধন করার ক্ষমতা আছে?

হ্যাঁ আছে – তারা করতে পারে।

কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং রাজ্য আইনসভা দুইই বিবাহ বা পারিবারিক আইন সম্পর্কিত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এর মানে হল যে রাজ্য সরকার, যদি তাদের ইচ্ছা থাকে, SMA এর মতো কেন্দ্রীয় পারিবারিক আইন কে সংশোধন করতে পারে এবং বিবাহের সমতাকে স্বীকৃতি দিতে এবং পরিবারের সমস্ত ক্ষেত্রে ট্রান্স এবং কুইয়ার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে নতুন পারিবারিক আইন প্রণয়ন করতে পারে।

এডভোকেসির জন্য এর মানে কি?

প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্ক, পিতামাতা-সন্তান সম্পর্ক এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ট্রান্স এবং কুইয়ার পরিবারকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিদ্যমান পারিবারিক আইন সংশোধন করতে বা নতুন পারিবারিক আইন প্রণয়ন করতে রাজ্য সরকারের প্রতি অ্যাডভোকেসি করা যেতে পারে।

বিষয় ৯: বৈষম্য বিরোধী বিষয়গুলির কী হবে?

বিচারপতি ভাট, চন্দ্রচূড় এবং কৌল উল্লেখ করেছেন যে বৈষম্য ট্রান্স এবং কুইয়ার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ। তারা সেইসব সামাজিক কল্যাণ এনটাইটেলমেন্ট এবং কর্মসংস্থানের সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যর মোকাবেলা করার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ জারি করেছেন যেখানে এই ধরনের

সুবিধাগুলি শুধুমাত্র বৈধভাবে বিবাহিত দম্পতিদের জন্য উপলব্ধ। যেমন: যৌন অভিমুখীতার ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করার জন্য বৈষম্য বিরোধী আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের সকল নাগরিক ও সামাজিক অধিকারে প্রবেশাধিকার; আর ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক দ্বারা সমস্ত জেলায় ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের পাশাপাশি ট্রান্স এবং কুইয়ার ইনক্লুসিভ আশ্রয়কেন্দ্র এবং হেল্পলাইন প্রতিষ্ঠা করা।

এডভোকেসির জন্য এর মানে কি?

বৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত এই নির্দেশাবলী বাধ্যতামূলক এবং সংখ্যালঘু বিচারকদের ও নির্দেশাবলীর অসাধারণ প্ররোচনামূলক মূল্য রয়েছে।

বিষয় ১০: চিকিৎসা পদ্ধতি এবং চিকিৎসা হস্তক্ষেপ (যেমন কনভার্শন থেরাপি) সম্পর্কে কী বলা হয়েছে যেগুলি ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের করতে বাধ্য করা হয়?

বিচারকরা রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছেন যে যাতে ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের কোনও অনিচ্ছাকৃত চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের এর মধ্যে না যেতে হয় তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে, যে কোনও ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয় বা যৌন অভিযোজন পরিবর্তনের দিকে কেন্দ্রিত চিকিৎসাগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে, যা রাজ্য অবশ্যই নিশ্চিত করবে। ইন্টারসেক্স ভিন্নতা নিয়ে জন্মানো শিশুদের এমন বয়সে 'যৌন-সংশোধনমূলক অস্ত্রোপচার' করা যাবেনা যে বয়েসে তারা এই পদ্ধতিগুলি বুঝতে বা সম্মতি দিতে অক্ষম, এবং কোনও আইনে তাদের লিঙ্গ পরিচয়ের স্বীকৃতির পূর্বশর্ত হিসাবে কোনও ব্যক্তিকে কোনও চিকিৎসার পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে না।

এডভোকেসির জন্য এর মানে কি?

দুইজন বিচারক সম্মত যে ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের অনৈচ্ছিক চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করা বন্ধ করতে হবে। এই ধরনের জবরদস্তির উৎসটি জন্মের পরিবার হোক, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কিংবা রাজ্য। এই ধরনের নির্দেশনা সুশীল সমাজকে চিকিৎসা পদ্ধতির সংস্কারের দাবি জানাতে এবং ইন্টারসেক্স জেনিটাল মিউটিলেশন এবং কনভার্সন থেরাপির মতো বিষয়গুলিকে অবৈধ ঘোষণা করতে সক্ষম করবে।

দ্বিতীয়ত, এটি ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (অধিকার ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৯ এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের (অধিকার ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০২০-এর প্রতি সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জকেও শক্তিশালী করবে, যার জন্য পুরুষ বা মহিলার বাইনারির মধ্যে আইনী স্বীকৃতির পূর্বশর্ত হিসাবে একজন ট্রান্স ব্যক্তিকে কোনও চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে না।

বিষয় ১১: পুলিশ এবং জন্মের পরিবারের দ্বারা হয়রানির বিষয়ে কী বলা হয়েছে?

রাজ্যকে নিশ্চিত করার নির্দেশ আছে যে সহবাস করার জন্য ট্রান্স এবং কুইয়ার দম্পতিরা নিজেদের পছন্দের অধিকার ব্যবহার করতে পারবেন এবং তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং তারা সহিংসতা বা জবরদস্তির কোনো হুমকির সম্মুখীন হবে না। এই বিষয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের জন্য তাদের সঙ্গী বেছে নেওয়ার এবং তাদের সাথে থাকার অধিকার প্রয়োগ করার সমর্থনে পরিস্থিতি তৈরি করা যায়। রাষ্ট্রকে অবশ্যই এই ধরনের দম্পতিদের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে হবে। পুলিশের নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে পুলিশ ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের তাদের জন্মগত পরিবারে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারবে না এবং ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তি এবং দম্পতিরা যখন তাদের পরিবার থেকে সহিংসতার আশংকা থাকার অভিযোগ দায়ের করবে তখন তাদের যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

এডভোকেসির জন্য এর মানে কি?

সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু মতামত একসাথে কার্যকরভাবে পুলিশ প্রশাসনের সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছে। এটা এখন স্পষ্ট যে ট্রান্স এবং কুইয়ার ব্যক্তিদের তাদের সঙ্গী বেছে নেওয়ার এবং তাদের সাথে থাকার মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম করার আবহাওয়া তৈরি করার রাষ্ট্রের একটি ইতিবাচক দায়িত্ব রয়েছে। এর জন্য পুলিশি হয়রানি মোকাবেলায় সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি ট্রান্স এবং কুইআর ব্যক্তিদের সুরক্ষার প্রয়োজন যারা তাদের অধিকার প্রয়োগের ফলে সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছেন।

নম্রতা দিল্লি এবং কলকাতায় কাজ করেন একজন নীতি আইনজীবী এবং আইনী শিক্ষাবিদ। উনি আইন ও প্রযুক্তি, শ্রম আইন এবং শ্রমিকদের অধিকার, এবং লিঙ্গ, যৌনতা এবং আইনের বিষয়ে কর্মরত।

* * *